স্বপ্নদর্শী [ছোট গল্প]

সামীকে সবাই শান্তিরদেবদূত ডাকে। মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হলেও তার মন মহারাজার মত। তাই নানী তাকে রানা ডাকতেন। ধনীরা যা করতে চায়না তা সে ছোট কাল থেকেই করে আসছে। একবার এক ধনী বন্ধু ঠেকেছিল। অন্যরা পিছুহটলেও শান্তিরদেবদূত এগিয়ে এসেছিল। কতদিন নিজে না খেয়ে দীনহীন ভুখাকে খেতে দিয়েছে আর আকাশের পানে তাকিয়ে স্বর্গীয় হাসি হেসে অশ্রু মুছেছে। শান্তিরদেবদূত জানে, আল্লাহ চাইলে সবাইকে তিন বেলা পেট ভরিয়ে খাওয়াতে পারেন। ইচ্ছা করলে জগতবাসীকে রাজা বানাতে পারেন। তাই সে নিজের ভাগের সুখ দুঃখীর সাথে ভাগাভগি করে আরো সুখী হয়।

আজ সাতই ফাল্গুন। সবাই মহ্যা ব্যস্ত। কলেজ ছুটি হলে দৌড়ে ফুলের দোকানে এসে দেখে কোনো দোকানে ফুল নেই। ফুল কিনে সবাই বাসায় চলে গিয়েছে। আসার পথে দেখে এসেছে এক দোকানে ফুল আছে তবে দাকানী তনিগুন দাম চাইছে। বেজার মুখে বাসায় এলে মা অধীর হয়ে কারণ জানতে চাইলেন।

‘কি হয়েছেরে! আজ অত বেজার কেন’?

স্বপ্নদর্শী [ছোট গল্প]

‘আম্মা, ভোরে শহীদমিনারে যাব, ফুল কিনতে হবে। কোথাও ফুল নেই। এক দোকানে আছে কিন্তু দোকানী তিনগুন দাম চাইছে।’ মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘আম্মা টাকা দেবে?’

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বিচলিত হাসি হেসে বললেন, ‘তুইত জানিস, নোন আনতে আমাদের পান্তা ফুরায়। এ মাসের ভাড়ার টাকা এখনো দেওয়া হয়নি। আগামী বছর ফুল দিলে আমাদের শহীদরা বেজার হবেননা। ওনারা মন দেখেন। ওনাদের জন্য দোয়া করলে ওনারা আরো খুশি হবেন। যা নামাজ পড়ে ওনাদের জন্য দোয়া কর এবং ওনাদের ত্যাগ নিয়ে চিন্তা কর। মনের আদাড় দূর হবে। হাতে টাকা নেই বাবা। এ মাসে খরচাপাতিও লাগবে।’

‘আচ্ছা আম্মা।’ বেজার মুখে বলে সামী বেরিয়ে এল। তার ফুল চাই ই চাই। পাশের বাসায় ফুলের বাগান আছে। বার বার ঘরবার করছে। রাতের খাবার খেয়ে সবাই বিছানায় চলে গেলে, সামী বেরিয়ে এসে দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাসার বাগানে প্রবেশ করল। আলগোছে কয়েকটা ফুল তোলে দেয়ালের পাশে আসতেই, কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বাসার সবাই বেরিয়ে দেখেন কেউ নেই। শুধু একখান জুতা কাটাতারে লটকে আছে। ফুল ফেলে জান নিয়ে সামী দেয়াল টপকিয়ে এসেছে। দেয়ালের কাটাতারে লেগে নতুন শার্ট ছিঁড়ে বাজু বেয়ে ধর ধর করে রক্ত ঝরছিল। রাগ আর অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে কেয়েকটা থাপ্পড় পিঠে বসিয়ে বাজুতে ধরতে চেয়ে রক্ত বেয়ে ঝরতে দেখে সামীকে জড়িয়ে ধরে মা ডুকরে কেঁদে বললেন, ‘শাহীদমিনারে রক্তজবা দিতে চেয়ে নিজে রক্তে লাল হলে? যা, সব টাকার ফুল কিনে নিয়ে আয়। এ মাসে আমরা কম খাব তবুও শহিদমিনারে ফুল দিয়ে বলব, আমার ছেলে শহীদেরকে ভালোবাসে। শাহীদরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্নকে বাস্তব করে আমার ছেলে সত্যিই একদিন শান্তিরদেবদূত হবে।’

কথা বলছেনা সামী দাঁড়িয়ে আছে। ধারা হয়ে গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছে। অত ব্যথিত হয়েছে যে বাজুর ক্ষতের ব্যথা অনুভব করতে পারছেনা। মাকে কাঁদতে দেখে সামী খুবই মর্মাহত হয়েছে। সে তো সোনার গাছ থেকে হীরার ফুল চুরি করতে যায়নি। দুদিন পরে যে ফুল গুলো ঝরে পড়ে মাটিতে মিশবে, সেই ফুলগুলোকে শহীদমিনারে দিয়ে শহীদেরকে খুশি করতে চেয়েছিল মাত্র। সবাই জানে মা বাবার অন্ধেরযষ্টি সামী ফুল ভালোবাসে। পাশের বাসার বাগানে সামীই মালীর কাজ করে। কোনদিন একটা ফুলও আনেনি টাকাত দূরে কথা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে ফুল ফোটিয়েছিল তার একটি আনতে যেয়ে সে আজ রক্তে লাল হল। আঁচল ছিঁড়ে সামীর ক্ষততে পট্টি বাঁধতে বাঁধতে মা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন।

‘আম্মা, আর কখনো এমন জঘণ্য ভুল করবা। এবারের মত আমাকে ক্ষমা করে দাও।’ বলে মা’র কাঁধে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

‘ওনারা আমাদের গর্ব। ওনারা হলেন সত্যের প্রতিক। চুরির ফুল ওনাদের সমাধীতে দিলে, বাঁকা হাসি হাসবেন আর বলবেন, চুরির ফুল পাবার জন্য বুঝি আমরা শহীদ হয়েছিলাম?’ মা টাকা এনে সামীর হাতে দিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, ‘যা ফুল নিয়ে আয়। ফুল নিয়ে মা ছেলে প্রভাতফেরিতে যাব।’

‘সত্যি বলছেন আম্মা!’ সামী আনন্দে উত্তেজিত হয়ে বলল।

স্বপ্নদর্শী [ছোট গল্প]

‘তোর বাবা এসে এসব শুনলে সমস্যা হবে। তোর বাপকে কিছু বলিস না। এখন জলদি শার্ট বদলিয়ে ফুল নিয়ে আয়। তোর বাপ আসার সয়ম হচ্ছে। রাতের রান্না করতে হবে।’ বলে মা বিচলিত হাসি হেসে সামীর মাথায় হাত বুলিয়ে পাকঘরে চলে গেলেন।

আর কথা না বলে ব্যথা ভুলে ভোঁদৌড়ে ফুলের দোকানে যেয়ে ফুল কিনে বাসায় এসে খেয়ে শুয়ে পড়ল।

সামী স্বপ্ন দেখছে। সালাম বরকত জব্বার অন্যরাও শহীদমিনারে এসেছেন। ফুলের মালা হাতে সামী দাঁড়িয়ে আছে। কি বলে ওনাদেরকে স্বাগমত অভ্যর্থনা করবে সে জানেনা। একজন বললেন, আবাই, আমরা জানি তুমি প্রথম শহীদ হয়েছিলে। তাই তুমি সামীর ফুল গ্রহণ করে তাকে আশীর্বাদ কর।’

সামী আনন্দে আবেগপ্রবণ হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, ‘আপনি আবাই?’

আবাই স্বর্গীয় হাসি হেসে মাথা দোলিয়ে অগ্রসর হয়ে দু হাত পাতলেন। সামী ওনার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে রক্তজবা ওনার হাতে দিয়ে অশ্রু বর্ষণ করে বলল, ‘একটি ফুল বেঁচেছে কিন্তু একটি মুখে হাসি দেখার জন্য আজো আমরা যুদ্ধ করছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আজো আমার পারাধীন। আবাই, কবে আমরা স্বাধীন হব?’

‘আমরা স্বাধীন হয়েছি সেই কবে। তবে যুদ্ধ শেষ হয়নি। হে যোদ্ধা! যোদ্ধারা কখনো পিছনে তাকায়না। যোদ্ধারা কখনো পিছুহটেনা। যোদ্ধারা কখনো আবেগপ্রবণ হয়না। যোদ্ধারা কখনো অন্যায় করেনা। আপন অধীকার আদায় করার জন্য যোদ্ধারা যুদ্ধ করে। হে যোদ্ধা! অশ্রু মুছ। বীরের চোখে অশ্রু শুভা পায়না। বীরের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি শত্রুর দূর্বলতা দেখে। বীরের কপালে কাপন বাঁধা থাকে। হে যোদ্ধা! মা এবং মাটিকে রক্ষা করতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে হবে। অসতর্কতায় আবেগপ্রবণ হল তুমি শহীদ হবে। মা এবং মাটি শত্রুর কবলে চলে যাবে। হে যোদ্ধা! যোদ্ধারা কখনো ঘুমায় না। যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে তন্দ্রা এলে, যোদ্ধার আত্মা মা এবং মাটিকে পাহারা দেয়।’ বলে আবাই সামীর হাত থেকে ফুল নিয়ে নৈর্সগে লীন হতে হতে সবাই এককণ্ঠে বললেন, ‘জয় বাংলা, জয় বাংলাদেশ। অসমসাহসী বাঙালীরা সদা করেছে যুদ্ধ জয়। জয় বাংলা আমাদের হবে বিজয়।’

‘জয় বাংলা আমাদের হবে বিজয়।’ হাঁক দিয়ে বলে সামী ঘুম থেকে জেগে দেখে ফজরের সাময় হয়েছে।

হাঁক শুনে মা বাবা দৌড়ে এসে কি হয়েছে জানতে চাইলেন।

সামী স্নিগ্ধহাসি হেসে মাথা নেড়ে সাধারণ সুরে বলল, ‘কিছুনা’।

বাবা কপাল কুঁচ করে বললে, ‘জয় বাংলা আমাদের হবে বিজয়। কে বলেছে?’

‘আবাই।’ ম্লান হেসে বিছানা থেকে নেমে সাধারণ সুরে বলল ‘আম্মা, প্রভাতফেরিতে যেতে হবে।’

‘হ্যাঁ আমরাও নামাজ পড়ে আসছি।’ বলে মা বাবা চলে গেলেন।

সৌচখানায় যেয়ে অজু করে এসে নামাজ পড়ে খালি পায়ে বেরিয়ে এল। সামী আজ খুব খুশি। প্রভাতফেরি থেকে ফিরে দৈনন্দিন কাজে সবার সাথে সামীও ব্যস্ত হয়েছে।

স্বপ্নদর্শী [ছোটে গল্প]

মাস কয়েক পর কারণ বশত নিশারাতে সামী বাসায় ফিরছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে উর্ধ্বশাসে দৌড়ে এসে দেখে কয়কটা মস্তান গাড়ি থামিয়ে যাত্রীকে বেরিয়ে আসার জন্য ধমকাচ্ছে। যাত্রী দু হাত তোলে বেরিয় ভীতুস্বরে বলছেন, 'আমাকে মেরনা। যা আছে সব নিয়ে যাও। আমি আজই দেশে এসেছি।'

সামী হাঁক দিয়ে বলল, 'তোদের অত সাহস হয়েছে যে, শহীদ মিনারের সীমানায় অন্যায় অত্যাচার নিষিদ্ধ জেনেও তোরা অসহায়ের উপর অত্যাচার করছিস। দাঁড়া! সবগুলোকে আজ তোরুমঠোকা দেব।'

একজন গর্জে বলল, 'সামী চলে যা! আজ ভালা মাল হাতে এসেছে।'

সামীর পানে তাকিয়ে লোক মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি চলে যাও বাবা। আমার সাথে যা আছে তাদেরকে দিয়ে দেব।'

'আমি আপনার মুখ দেখতে পাচ্ছিনা। আপনি আমার বাবা হতে পারেন। এ পথ দিয়ে আমার বাবা বাসায় যান।' বলে সামী এগুতে লাগল।

চালকের পানে তাকিয়ে লোক বললেন, 'তোমরা যা চাও সব গাড়ির ভিতর আছে। সে আসার আগে চলে যাও। দয়াকরে আমাদের কোনো ক্ষতি করনা। কথা দিলাম আমি পুলিসে যাবনা।'

'সত্যি বলছেনত!' চোখ পাকিয়ে বলে চালক অন্যদেরকে নিয়ে আধারে মিশে গেল।

সামী ওনার পাশে এসে কপাল কুঁচ করে বলল, 'এদের খপ্পরে পড়লেন কেমন করে?'

সামীর পানে তাকিয়ে লোক মৃদুহেসে বললেন 'আজই দেশে এসেছি। ড্রইভারকে বলেছিলাম ঢাকা শহর ঘোরে ভালো হুটেলে যাব। যাক যা হয়েছে ভালোর জন্য হেয়েছে। তোমার নাম কি?'

'আমার নাম সামী। আপনাকে দেখে ধনীলোক মনে হচ্ছে। আমার সাথে চলুন। আমাদের সাথে রাত যাপন করে আগামী কাল দিনে যা করার করবেন।' ওনার চোখের পনে তাকিয়ে সামী বলল।

'আমার কাছে মোবাইল নেই। ফোন না করলে সবাই চিন্তিত হবে। তোমার কাছে মোবাইল আছে?'

'জি।' বলে সামী মোবাইল এগিয়ে দলি।

উনি ফোন করে বলছেন, 'সামী নামক এক শান্তিরদেবদূত আমাকে ছিন্তাইকারিদের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। নতুবা ওরা আমাকে মেরে ফেলত। তোমরা চিন্তা করনা, আমি নিরাপদ আছি। দেবদূতের সাথে আমি এখন শান্তিপুরে যাব। সকালে ঠিকানা দেব। এখন রাখছি।'

সামী চোখ কপালে তোলে অবাক হয়ে বলল, 'আমার এ নাম আপনি জানেন কেমন করে?'

'একামাত্র শান্তিরদেবদূতই নিশারাতে সংযমনীতে আসতে পারে। অন্যরা সাহস করবেনা। এখন তোমার স্বপ্নাশার কথা বলে হাটতে থাক।' বলে লোক সামীর পানে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।

সামী হাটতে শুরু করে বুক ভরে শ্বাস টেনে বলতে লাগল, 'আমার অনেক স্বপ্ন তার একটা হল, কয়েক একর জমিতে ফুলের চাষ করে ফুলবাগিচা বানাতে চাই। বাগিচায় প্রবেশ করার জন্যে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশানকোণ, বায়ুকোণ, অগ্নিকোণ, নৈঋর্কোণে পথ থাকবে। উর্ধ্ব থাকবে খোলা

আশমান। অধেঃ থাকবে দেবদূতের ফুলবাগান। সদর দরজায় লেখা থাকবে দেবদূতের ফুলবাড়ি। লাল কৃষ্ণচূড়া এবং হলুদ রাঁধাচূড়া দিয়ে চৌহদ্দার সীমনা দেব। স্তরে স্তরে থাকবে লাল, হলুদ, কালো, গোলাপি শত রঙের গোলাপ। টগর, ডালিয়া, গন্ধরাজ, রজনিগন্ধা, সন্ধামালতি, গাধা, বেলী, সূর্যমুখি, জবা, অপরাজিতা, শিমুল বকুল আরো শত শত ফুল। ফুলবাগিচায় ফুল আর ফুল থাকবে। বাগানের ঠিক মাঝখানে থাকবে একটা একচালা ঘর। ঘরের দেয়াল আয়নার হবে। এই ঘরে শুয়ে শুয়ে আমি ফুল দেখবে, শুধু ফুল, প্রান ভরে চোখ জুড়িয়ে ফুল দেখব। বিশই ফেব্রুয়ারির রাতে ফুল চুরি করার জন্য ছোট ছোট বাচ্চারা আমার ফুলবাগিচায় আসবে। আমি লুকিয়ে তাদের ফুল চুরি দেখব। আমার দু চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরবে। ওরা চলে গেলে দু হাতে অশ্রু মুছে আকাশের পানে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, ওরা ফুল চুরি করেনি। ওরা ফুল নেবার জন্য এসেছিল। ওদের জন্যই আমি ফুলের চাষ করি। ওদের জন্যই ফুলবাগিচা বানিয়ে আমি মালী হয়েছি। ওরা ফুল চুরি করেনি। তারপর ওরা যখন শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে যাবে তখন আমিও তাদের সাথে প্রভাতফেরিতে থাকব। দুটি পাতা সহ একটা লাল গোলাপ কামড়ে ধরে হাটব। হাতে পুষ্পস্তবক আমার গলায় থাকবে পুষ্পহার। শহীদমিনারে প্রথম ধাপে দাড়িয়ে মা আমার জন্য অপেক্ষামাণ থাকবেন। পুষ্পহার মার গলায় পরিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে বলব, আম্মা আজ আমি ফুল চুরি করিনি।’

লোক মৃদু হেসে বললেন, ‘তোমার স্বপ্নটা আমাদের সবার স্বপ্ন। দোয়া করি আমরা যেন আমাদের দেশকে ফিরে পাই। যে দেশে সবাই সাবইকে ফুল উপহার দেবে এবং বাগানে লেখা থাকবে, লালগোলাপ নাও, সাথে দুটি সবুজ পাতা। জান কেন? এতে সবার স্মরণ হবে, সবুজ বাংলা শহীদের রক্তে লাল হয়েছিল। এমন অসাধারণ স্বপ্ন একমাত্র আত্মসাধকরা দেখেতে পারেন। জানি তুমি হাসবে। কিন্তু আমি যা বলি তা বলার আগে চিন্তা করি। তোমার স্বপ্নের অর্থ বুঝতে হল সাধনার সাগরে ঝাঁপ দিতে হবে। বিমনা কবি উদাসিপনা ভুলে চুপি চুপি তোমার ফুলবাড়িতে যাবে। তুমি যখন দুই গাছে জাল বেঁধে বিছানা বানিয়ে অলস দূপুরে শুয়ে আরম করবেন। তখন আলগোছে তোমার হাতের পাশে চা’র কাপ রেখে দূরে যেয়ে একটা লাল গোলাপ তোলে কামড় দিয়ে ধরে কবিতার ভূবনে হারাবে। তুমি জানবে সে আছে তবুও না জানার ভান করবে।’

‘আপনি এসব কি বলছেন?’ সামী অবাক হয়ে বলল।

লোক ম্লান হেস বললে, ‘মাতা এবং মাতৃভুমি আমাকে জন্ম এবং জন্মভূমি দিয়েছেন। তাই আমি মা এবং মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি।’

দুজনে কথা বলে বাসায় এসে মা বাবাকে সব খুলে বলে উনাকে কিছু খেতে দিল। খাওয়া শেষে উনাকে বিছানায় শুতে বলে সামী মেঝেতে শুয়ে পড়ল। সকালে নাস্তা খেয়ে সামীকে ধন্যবাদ উনি বাবার সাথে চলে গেলেনে।

এক বছর পর। ইউনি থেকে বাসায় এলে মা একটা খাম সামীর হাতে দিলেন।

‘আপনি খুলে দেখলেননা কেন?’ বলে সামী খাম খুলে, ‘হে শান্তিরদেবদূত, আমার সালামে শতফুলের সুবাস আছে।’ লেখা দেখে অবাক হয়ে আশ্চর্যান্বিত দৃষ্টিতে মা’র পানে তাকাল।

‘কি হয়েছেরে এমন করে কি দেখছিস?’ মা খাম হাতে নিয়ে কাগজ বার করে দলিল দেখে কপাল কুঁচ করে বললেন, নিশ্চয়ই ভুল ঠিকানায় চিঠি এসেছে।’

স্বপ্নদর্শী [ছোট গল্প]

‘জি না আম্মা ঠিক ঠিকানায় চিঠি এসেছে। এ সেই লোক যাকে বাসায় নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তিনি এমন করলেন কেন?’ বলে সামী উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দলিল দেখে খামের ভিতর তাকিয়ে আরকটুকরা কাগজ বার করে দেখে তাতে মানচিত্র আঁকা।

মা কপাল কুঁচ করে বললেন, ‘অত জমি তোর নামে দলিল করে দিলেন কেন?’

‘আমার স্বপ্নকে বাস্তব করার জন্য। আম্মা, উনি কে ছিলেন?’

‘দেশপ্রেমী তোর মত স্বপ্নদর্শী হবেন। যা স্বপ্নকে বাস্তব কর যেয়ে।’ বলে মা সামীর কপালে চুমু দিলেন।

বছর কয়েক পর। সাতই ফাল্গুন, বসন্ত নৈসর্গে। বাগিচায় পুষ্পোদগম হয়েছে। ফুলবাড়ির উঠানে কুসুমাসার হচ্ছে। শিমুল ডালে বসে সামী প্রহর গুনছে। রাত নিশা হতে শুরু করলে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ। ঈশানকোণা, বায়ুকোণা, অগ্নিকোণা, নৈঋর্কোণা দিয়ে আলতো পায়ে চুপি চুপি কিশোর কিশোরী ফুলবাগিচায় প্রবেশ করতে লাগল।

হৃদের পাড়ে বসে কবি কবিতা লিখছিল,

নৈর্সগে বাহার নয়নাভিরাম ধরাতে আছে যত রংবাহারি,
তার চাইতে শতাধিক বেশী, দেশে আমার মাতৃভূমি স্বর্গপুরী।
যতা ভোর হলে পাখপাখালিরা কাকলি কূজন গায় আনন্দ লহরি,
সূর্য ভাসে যবে পূর্ব আকাশে, আড়মোড়া দিয়ে জাগে নক্তচারী।
নদীতে মাঝি, মাঠে চাষী যায় কলশি কাক্ষে ঘাটে নারী,
দিনান্ত হলে মনানন্দে গৃহে ফিরে সন্ধ্যা ঘনালে বিভাবরী।

সামী দৌড়ে এসে আনন্দঅধীর কণ্ঠে বলল, ‘কবি! কবি তাকিয়ে দেখ ওরা এসেছে। ওদের মাঝে আবাইও আছেন। কবি! ওরা চুরি করার জন্যে আসেনি। ওরা ফুল নেবার জন্যে এসেছে। ওরা চুরি করতে আসেনি। কবি, ওরা আমার মত ফুল চুরি করার জন্যে আসেনি। ওরা ফুল নেবার জন্যে এসেছে। আজ ওরা রা শব্দ না করে সারা রাত জেগে, ফুল তোলে মালা গাথবে। বৃতি বৃন্ত পুষ্পস্তবক বানাবে। কবি! আমার কষ্ট আজ প্রাণবন্ততায় পরিণত হয়ছে। কবি আমার সাথে আস, বকুল আর শিউলি গাছে উঠে দুজন তাদের আনন্দোৎসব দেখব। আজ ওরা পুষ্পসায়রে অভিষেক করবে। মটিমিটি ঝলছে তারারা আকাশে আজ পূর্ণমাসী। চাঁদের আলোতে তাকিয়ে দখে, দখিনা বায়ুহিল্লোল পুষ্পসায়রে ঢেউ তোলছে। পুষ্প সুবাসে চাঁদের আলো আরো সুভাসিত হয়েছে। সেই আলোতে আমি আমাদের শহীদদেরকে দেখতে পাচ্ছি। ওনারা এসেছেন। কবি! ওনারা এসেছেন। চল ওনাদেরকে বরণ করি। কবি! দুটি সবুজ পাতা আর একটি লাল গোলাপ ওনাদের চরণে রেখে, অভিনন্দনবাণী শুনিয়ে অভিবাদন করব। কবি! তাকিয়ে দেখ, বায়ুহিল্লোলে কুসুমাসার ঝরছে। আজ আমার শ্রম সার্থক হয়েছে।’